বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম



আলোচ্য বিষয়াবলি

- উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
 ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন
 পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য।

এক নজরে 🔊 অধ্যায়ের মূলভাব জেনে নিই

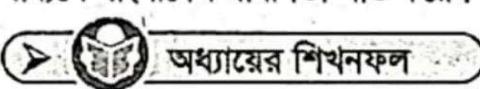
স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম বাঙালির জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের পর স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালিরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের শোষণ, অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সংগ্রাম ও আন্দোলন চালিয়ে এসেছিল। এর মধ্যে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন, সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন অন্যতম। এছাড়া ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা, সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুথান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাঙালির জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এসব আন্দোলন ও ঘটনার মধ্য দিয়েই পাকিস্তানবিরোধী চেতনা বেগবান হয়েছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বৃদ্ধ হয়েছে মানুষ। ফলে ১৯৭১ সালে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সশস্ত্র মৃক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। এ রক্তক্ষয়ী মৃক্তিযুদ্ধে বজাবন্ধু শেখ মৃজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আপামর জনসাধারণের আত্মত্যাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।



ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ



পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ



এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কারণ বর্ণনা কুরতে পারব;
- রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ঘটনা বর্ণনা করতে পারব;
- রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারর;
- যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে বাঙালির অর্জনসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- ছয় দফা আন্দোলন সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ঘটনা ও গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালির নিরজ্জুশ বিজয় সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বৈষ্ম্য ছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারব।



অনুশীলন



্সেরা পরীক্ষাপ্রস্তুতির জন্য 100% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে সর্বাধিক সুজনশীল ও বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সেরা প্রস্তুতির জন্য এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশোভরসমূহকে অনুশীলনী, সূজনশীল ও বহুনির্বাচনি— এ তিনটি অংশে শিখনফলের ধারায় উপস্থাপন করা হয়েছে। সূজনশীল ও বহুনির্বাচনি অংশে,মান্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশোশ্তরের পাশাপাশি মূল পরীক্ষার প্রশোভর সংযোজন করা হয়েছে।

অনুশীলনীর প্রশ্নোত্তর



পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি



88 বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সঠিক উত্তরটির বৃত্ত (💿) ভরাট কর :

- পাকিস্তান গণপরিষদে কোন সদস্য রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন?
 - 🕲 হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী 📵 এ. কে. ফজলুল হক

- 🗨 ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত 💶 🕳 🔞 মনোরঞ্জন ধর পাকিস্তান রান্ত্র সৃত্তির পরেও দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠা না পাওয়ার কারণ
 - i. সম্পদের সুষম বউন না করা
 - ii. স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি অবজ্ঞা করা
 - iii. সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষাকৈ মর্যাদা না দেওয়া নিচের কোনটি সঠিক?
- Givi (
- ·• ii
- i, ii 🛭 iii

- নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
 - विभि भतात्यां मित्र टिनिज्नित वकि वन्ष्रात्व पृण प्रश्विन। वक्षन নেতা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ছাত্র-শিক্ষকদের সমাবেশ্রে রাজনৈতিক সিম্পান্ত বাস্তবায়নের পক্ষে ঘোষণা দেন। ছাত্ররা না, না, না– ধ্বনিতে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।
- উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার বক্তব্য কোন আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?
 - 🔵 রাম্ভভাষা
- থ একাতরের মৃত্তিযুদ্ধ
- উনসত্তরের গণঅভ্যুথান
- থি অসহযোগ আন্দোলন
- উক্ত আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন
 - i. জাতীয় চেতনার উন্মেষ
 - ii. ভাষার সাংবিধানিক শ্বীকৃতি আদায়
 - iii. পৃথক জাতির মর্যাদা লাভ নিচের কোনটি সঠিক?
 - ҈ i
- iii v i 🖲
- i, ii V iii



6

🚱 সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

র্পার্থ বহরমপুর অঞ্চলের মানুষ তাদের চেয়ারম্যানের ধৈরাচারী মনোভাব ও কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। তিনি তার কাছের দুই-একজন ছাড়া অন্যদের কোনো সুযোগ-সুবিধাই দিতেন না। অন্যরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। চেয়ারম্যান পেশিশক্তি প্রদর্শন, রক্তপাত ঘটিয়েও আন্দোলন স্তিমিত করতে পারেননি। জনগণের ঐক্য, সংগ্রামী চেতনা, আত্মত্যাগের কাছে তাঁর ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে উক্ত চেয়ারম্যান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

ক. ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন কে?

খ. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ কেন পরাজিত হয়? ব্যাখ্যা কর।

গ. বহরমপুরের মানুষের আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের কোন আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'বহরমপুরের চেয়ারম্যানের পরিণতি যেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পরিণতিরই প্রতিচ্ছবি'— উক্তিটি পরীক্ষা কর।

😂 ১নং প্রশ্নের উত্তর 😋

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন ইফ্বান্দার মির্জা।

মধ্য অন্তর্ধন্ম, দুর্নীতি, পাকিস্তানের দুই অংশে বৈষম্য ইত্যাদি মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা অনেক হ্রাস করে। এ দলের ওপর জনগণ আম্থা হারিয়ে ফেলে। পক্ষান্তরে যুক্তফ্রন্টের ওপর মানুষের আম্থা জন্মতে শুরু হয়। এ দলের কর্মসূচিতে জনগণের আশা-আকাঙ্কার প্রতিফলন ঘটে। ফলে যুক্তফ্রন্টের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং মুসলিম লীগের পরাজয় ঘটে।

বিহরমপুরের মানুষের আন্দোলনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিভিন্ন উপায়ে তাদের ক্ষমতা আঁকড়ে থাকে এবং স্বৈরাচারী হয়ে ওঠে। তাদের কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে বাঙালি জনগোষ্ঠী বারবার রাজপথে নেমছে। যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই ১৯৬৬ সালের ৬ দফা দাবি ঘোষণার পর থেকে। তখন সারা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। ছাত্রদের ১১ দফা দাবি জাগরণের স্পৃহাকে আরও উজ্জীবিত করে। সকল দাবির একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্যই হচ্ছে স্বৈরাচারী শাসকের পতন ঘটানো এবং পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করা। জনগণের ঐক্য, জাগরণ যে স্বৈরাচারী শাসকদের বুলেটের চেয়ে শক্তিশালী তা উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। মৃতরাং বলা যায়, বহরমপুর অঞ্চলের বিদ্রোহ

বহরমপুরের জনগণের সংগ্রামের ফলে তাদের ষৈরাচারী শাসকের পতন ঘটে এবং উদ্দীপকের এ ঘটনাটি ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের প্রতিচ্ছবি। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ষৈরাচারী শাসক আইয়ব খানের পতন ঘটে। জনগণের ঐক্য, জাগরণ যে ষেরাচারী শাসকদের বুলেটের চেয়ে শক্তিশালী তা এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়। এ আন্দোলনের ফলে ছাত্ররা জাতিকে নেতৃত্বের নতুন প্রজন্ম উপহার দেয়। ছাত্রদের ঐক্য রাজনীতিবিদদেরও ঐক্যবন্ধ করে। এককথায় ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতীয়তাবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটায়।

একইভাবে বহরমপুর অঞ্জলের জনগণ তাদের এলাকার ষৈরশাসনের বিরুদ্ধে একতাবন্ধ হয়। তারা ষেরাচারীর পতনের জন্য রক্ত ঝরাতেও দ্বিধাগ্রন্ত হয় না। এক পর্যায়ে গণজাগরণের কাছে বহরমপুরের চেয়ারম্যানের পরাজয় ঘটে। যেমনটি ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানে ঘটেছিল। সূতরাং বলা যায়, বহরমপুরের চেয়ারম্যানের পরিণতি তৎকালীন পাকিন্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের পরিণতিরই প্রতিচ্ছবি। তাই প্রশ্নের উক্তিটি যথার্থ।

প্রশা ২ ঘটনা-১: 'ক' দেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের বাস ছিল। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী একটি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের জন্য নির্ধারণ করে। এতে অন্য ভাষাভাষীরা আন্দোলন করে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে শাসকগণ সব ভাষাকেই শ্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। ঘটনা-২: দাদা তার নাতি তৌহিদুলকে বললেন, 'তার বাবা ঘটনা-২: দাদা তার নাতি তৌহিদুলকে বললেন, 'তার বাবা

ঘটনা-২ : দাদা তার নাতি তৌহিদুলকে বললেন, তার বাবা আনসারি সাহেব পাকিন্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। তার দল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বিপুল ভোটে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে কালক্ষেপণ করেন।

ক, কৃতজনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) দায়ের করা হয়? ১

থ. ছয় দফাকে বাংলার মানুষের মুক্তির দলিল বলা হয় কেন? ২ গ. ঘটনা-১ : তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কোন ঘটনার,

গ্. ঘটনা-১ : তদানতিন পূর্ব নাম্বিটানের বর্ণনার বিক্রিয়া দলকে

ঘ. ঘটনা-২ : ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দলকে ক্রমতা হস্তাত্তর না করার প্রতিচ্ছবি-মূল্যায়ন কর। ৪

তি বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা দায়ের করা হয়।

৬ দফা পূর্ব বাংলার জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিকসহ সকল অধিকারের কথা তুলে ধরে। এ কর্মসূচি বাঙালির জাতীয় চেতনামূলে বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতার কথা বলা না হলেও এ ৬ দফা কর্মসূচি বাঙালিদের স্বাধীনতার মত্ত্রে উজ্জীবিত করে। এ ছয় দফার পথ ধরে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি। তাই ছয় দফাকে বাংলার মানুষের মুক্তির দলিল বলা হয়।

ভাষা আন্দোলনকে ইঞ্চিত করে। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা উপেক্ষা করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে পাকিস্তানের রাইভাষা করতে চাইলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাষাভাষী লোকেরা তথা বাঙালিরা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। ১৯৪৮ সালে সূত্রপাত ঘটে ভাষা আন্দোলনের। যার সফল সমাপ্তি ঘটে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার রক্তদানের মধ্য দিয়ে। এ দিন মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠার জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সর্বস্তরের জনগণ ১৪৪ ধারা ভঙ্গা করে শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করলে পুলিশ মিছিলের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়। ফলে শহিদ হন অনেক বাঙালি মায়ের বীর সন্তান। পরবর্তীতে শাসকগোষ্ঠী ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে রাইটভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়। সূত্রাং ঘটনা-১ মহান ভাষা আন্দোলনের ইঞ্জাত বহন করে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ঘটনা—২ এ উল্লিখিত ঘটনাটি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার প্রতিচ্ছবি। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ৩১৩ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে। নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা ষড়যত্ত্ব ও কালক্ষেপণ করতে থাকে। তারা বিভিন্ন

টালবাহানা শুরু করে। এক পর্যায়ে বাঙালিদের দমন করার জন্য ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতর্কিতে বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, চালায় হত্যাযজ্ঞ। শিশু, বৃষ্ধ, নারী কেউ বাদ যায়নি তাদের এ হত্যায়জ্ঞ থেকে। নির্বাচনে বিজয়ী দল

তথা আওয়ামী লীগ নেতা বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। সূতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, ঘটনা–২ এ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার প্রতিচ্ছবিই ফুটে উঠেছে।

সৃজনশীল অংশ 💮 কমন উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর শিখি

😭 মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর 🖂

পাঠ ১ : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন (পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ১) শিখনফল ১.১ : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কারণ, ঘটনা ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।

্র প্রশ্ন ত চিত্রটি দেখ এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



ক. যুক্তফ্রন্ট জনগণের সামনে কত দফা কর্মসূচি প্রকাশ করে? ১

থ. পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা কেন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল?

গ. চিত্রটির সাথে সংশ্লিষ্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপট নিজ ভাষায় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. জাতীয় জীবনে চিত্রের সাথে সংশ্লিট আন্দোলনের তাৎপর্য বা গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

🖘 ৩নং প্রশ্নের উত্তর 😂

ত্র যুক্তফ্রন্ট জনগণের সামনে ২১ দফা কর্মসূচি প্রকাশ করে।

পিকিম পাকিস্তানের শাসকরা তাদের স্বকীয়তার ওপর আঘাত হানার আশঙ্কায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। অধিকত্ত তারা বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। উর্দু ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের প্রচলিত ভাষা। আর উর্দু রাষ্ট্রভাষা থাকলে তাদের সর্বক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার ঘটবে ভেবে তারা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিল।

ত্বি দৃশ্যমান চিত্রটির সাথে সংশ্লিষ্ট আন্দোলন হলো আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে যখন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, "পাকিস্তানের একমাত্র রাশ্ট্রভাষা হবে উর্দু।" তার এ ঘোষণার সাথে সাথে বাংলার জনগণের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। অসংখ্য ঘটনার ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনকে সামনে রেখে মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে ১৪৪ ধারা ভজা করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও সর্বন্তরের জনগণ পূর্ব বাংলার আইন পরিযদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে সরকারের নির্দেশে পুলিশ শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর গুলি চালায়। গুলিতে শহিদ হন সালাম, বরকত, জব্বার, রফিক ও নাম না জানা আরও অনেকে। এভাবে বাংলার দামাল ছেলেদের বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয় ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট।

দৃশ্যমান চিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য বা গুরুত্ব জাতীয় জীবনে অপরিসীম। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ। এ

আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেয় ঘটে এবং বাঙালি নবচেতনায় উদ্বুন্ধ হয়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন আমাদের দাবি আদায়ের শিক্ষা দেয়। আর ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়া এ শিক্ষারই ফসল। তাছাড়াও ভাষা আন্দোলনে সৃষ্ট চেতনাবোধ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বেগবান করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করার অনুপ্রেরণা পায়। ভাষা. আন্দোলন যদিও একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল, তথাপি এ আন্দোলন রাজনৈতিক চেতনাও সৃষ্টি করে। সর্বোপরি ভাষা আন্দোলনের ফলে যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে, তা ক্রমান্বয়ে বিকশিত হয়ে ১৯৭১ সালের ১৬২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। পরিশেষে বলা যায়, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় জীবনে এক অবিশারণীয় ঘটনা। এ আন্দোলনের ইতিহাস অধিকার আদায়ের সংগ্রামে যুগ যুগ ধরে এদেশবাসীকে প্রেরণা যোগাবে।

শিখনফল ১.২ : ভাষা আন্দোলন ও ২১শে ফেব্রুয়ারি সম্পর্কে জানতে পারবে।

প্রশ্ন ৪ অনুপম তার বাবাকে বলে, বাবা কাল সোমবার ২১শে ফেব্রুয়ারি। তুমি আমার জন্য লাল ফিতা, গেঞ্জি ও বুট জুতা নিয়ে। আসবে। বাবা বলে, তুমি কি জান এ দিবস কীভাবে এসেছে? অনুপম বলেন, ভাষা আন্দোলনের ফলেই ২১শে ফেব্রুয়ারি এসেছে। বাবা আক্ষেপের সাথে বলেন, এ দিবসের পিছনে লাল ফিতা, গেঞ্জি জড়িত নয়; ব্রং রক্ত! রক্ত আর রক্ত!

ক. UNESCO কত সালে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে?

খ. ভাষা আন্দোলনের পিছনে কাদের ভূমিকা অগ্রগণ্য? ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুপমের বাবা কেন রক্ত! রক্ত! বলে আক্ষেপ করেছেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "ভাষা আন্দোলনের ফলেই ২১শে ফেবুয়ারি" এসেছে— অনুপমের উক্তিটি তুমি কীভাবে বিশ্লেষণ করবে? মতামত দাও।

😂 ৪নং প্রশ্নের উত্তর 😂

UNESCO ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'থান্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে।

ভাষা আন্দোলনের পিছনে কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী, গাজীউল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, আব্দুল মতিন, বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তির ভূমিকা অগ্রগণ্য। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষার দাবিতে সমগ্র দেশে ধর্মঘট ডাকা হলে অলি আহাদ, বজাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুবসহ অধিকাংশ নেতা গ্রেফতার হন। পুলিশের দমন-পীড়নে বহু ছাত্রছাত্রী মারাত্মক আহত হন। সর্বোপরি রফিক, জব্বার ও আবুল বরকতসহ আরও অনেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাই বলা যায়, মহান ভাষা আন্দোলনে উল্লিখিত ব্যক্তিদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।